নাড়িভুড়ী

১৯৮৮ সনের কথা। আমার মেডিকেল অফিসার হিসাবে প্রথম পোস্টিং হয়েছে বরিসালের এক ইউনিয়ন হেলথ সাবসেন্টারে। একা থাকি। পাশের বাড়ির দফাদার খুব ভাল মানুষ। আমাকে সংগ দেন। প্রাইভেট চেম্বারে রুগী দেখার অবসরে তার সাথে গল্প করি। এই সেন্টারে ইতিপুর্বে কোন এম বি বি এস পান নি। আমাকে পেয়ে সবাই খুশী। সারা দিন রুগী দেখি। দফাদার অনেক রুগী নিয়ে আসেন। একদিন তিনি বললেন

- আপনার হাতযস ভালো। অনেক রুগী আপনার চিকিৎসায় ভাল হয়েছে। অথচ আমার এমন একটা রোগ হয়েছে যা আপনি চিকিৎসা করতে পারবেন না।

- কি এমন রোগ হল যে আমি তা চিকিৎসা করতে পারব না?

- আমার নারিভুরি উলটে গেছে।

- মানে?

- আমার গলনালি পায়খানার রাস্তার কাছে আর পায়খানার রাস্তা গলার কাছে চলে এসেছে। এখন শুধু ফাফর লাগে। কিচ্ছু ভাল্লাগেনা।

-তা কিভাবে এমন হল?

- সারাজীবন ধর্ম কর্ম তেমন করি নাই। তাই গিয়েছিলাম এক পীর সাহেবের কাছে। পীর সাহেব আমাকে একটা জিকির করতে দিয়েছিলেন এক মাসের কোর্স। এক মাস পর পীরের সাথে দেখা করে যখন জিকির শুনালাম তখন পীর সাব বললেন আপনার জিকির উলটা করে জপেছেন। আপনার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর পর থেকে আমি ভিশন দুসশ্চিন্তায় আছি। অনুভব করছি আমার নারিভুরি উলটে গেছে। উলটা জিকিরের জন্যই হয়তো এমন হয়েছে।

- আমি তো এটার চিকিৎসা ঔষধ দ্বারা করতে পারব।

- পারবেন?

- পারব। তবে একটু সনয় লাগবে।

- কদ্দিন?

- আনুমানিক এক মাস।

- তাহলে দেন।

আমি তাকে মনমরা রোগের ঔষধ দিলাম। বললাম

- এই ট্যাবলেট ডেইলি ১ টা করে খাবেন। প্রতিদিন ধীরে ধীরে আপনার নারি একটু একটু করে সোজা হতে থাকবে। কতটুকু সোজা হল তা আমাকে ৩ দিন পর পর জানাবেন।

এইভাবে প্রায় ১ মাস সময় লাগলো তার নাড়িভুঁড়ি সম্পুর্ন সোজা হতে।

- ডাক্তার সাব। আমি সম্পুর্ন ভাল হয়ে গেছি। আসলেই আপনার হাতযস ভাল।

আমার রুগীর সংখ্যা এর পর থেকে আরও বাড়তে লাগল।

=====

ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার

ফেইসবুক গল্প

চেম্বারনামা
৩০/৫/২০১৭